এপিএস গ্রুপ ১০৬, পূর্ব ফায়দাবাদ, আটিপাড়া, দক্ষিনখান, ঢাকা-১২৩০।	**পলিসির নাম ঃ আকস্মিক অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক নিয়োগ প্রতিরোধ/ উপসমের উপায়।**
	কার্যকর তারিখ ঃ ০১/০৬/২০১৬
	নবায়নের তারিখঃ ০১/০৬/২০১৮ ইং **সংশোধনের তারিখঃ ০১/০৬/২০১৯**
	পরবর্তী নবায়নের তারিখঃ ০১/০৬/২০২০ইং
এই পলিসি কার্যকর করার দায়িত্বশীল ব্যক্তি	**ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চেয়ারম্যান, মহাব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক/ অফিসার কমপ্লায়েন্স, ওয়েলফেয়ার অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট সকলে।**

আকস্মিক অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক নিয়োগ প্রতিরোধ/ উপসমের উপায়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রমিকদের জন্য নিম্নোক্ত তিন ধরনের বয়স শ্রেনীবিভাগ করেছে ঃ

শিশু শ্রমিক ঃ যার বয়স ১৪ বছরের নীচে।

কিশোর ঃ যার বয়স ১৪ বছর থেকে ১৮ বছরের নীচে।

প্রাপ্ত বয়স্ক ঃ যার বয়স ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব।

অর্থাৎ শিশু শ্রমিক বলতে আমরা বুঝি যাদের বয়স এখনো ১৪ বছর পূর্ণ হয়নি এবং যারা এখনো বিদ্যালয় যাওয়া শেষ করেনি।

কিন্তু এখানে উল্লেখ্য যে, এপিএস গ্রুপ শিশু শ্রমকে নিরুৎসাহিত করে। তাছাড়া শ্রমিক নিয়োগের পূর্বে রেজিস্টার্ড চিকিৎসক (মেডিকেল আফিসার) এর মাধ্যমে তাদের বয়স যাচাই সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ নিয়োগ প্রদান করে থাকেন। এছাড়াও প্রকৃত বয়স প্রমাণের জন্য জন্ম সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র ও শিক্ষাগত সনদ যাচাই করে দেখা হয়। তাই অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক নিয়োগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

সকল ওয়েলফেয়ার অফিসার / ব্যবস্থাপক(কমপ্লায়েন্স) / ব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ ও প্রশাসন) কারখানার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগনের মধ্যে শিশু শ্রমিক নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।

এপিএস গ্রুপ কিশোর শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনগত যে সমস্ত দিক-নিদের্শনা আছে যেমন কর্মঘন্টা, কাজের প্রকৃতি, ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করে থাকে।

১. এপিএস গ্রুপ কিশোর শ্রমিক নিয়োগ সমর্থন করে না। ইহার পরও যদি কোন কিশোর শ্রমিক নিয়োগ হয় তাহলে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর সকল শর্ত মানিয়া তাদের পরিচালনা করবে।
২. দৈনিক ৫ ঘন্টার অতিরিক্ত তাদের কাজ দেওয়া হবে না এবং সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টার অধিক নয়।
৩. কোন বিপজ্জনক বা কোন ঝুঁকিপূর্ন কাজে তাদের নিয়োগ করা যাবে না।
৪. তাদের স্কুলের ব্যবস্থা করতে হবে।
৫. তারা যদি কাজ করতে অক্ষম হয় তাহলে তাদের পিতা-মাতা কে চাকুরীর নিশ্চয়তা দেওয়া হবে।

৬. উক্ত শ্রমিকের সক্ষমতা প্রত্যায়ন পত্রের কপি রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক এর নিকট হইতে পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ্যে সংগ্রহ করা হবে।

এপিএস গ্রুপ শিশু শ্রমিককে কেন নিরুৎসাহিত করে তা মনে রাখা দরকার যে, শিশুদের মননশীলতা, ন্যূনতম মৌলিক মানবাধিকার ও নূন্যতম শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং তাদের মেধা বিকাশে সচেষ্ট হওয়া আইনগত ও সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বিশেষ শ্রেনীর:তরুন ও কিশোর শ্রমিকের ক্ষেত্রে লক্ষনীয় দিকসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রমিকদের জন্য নিম্নোক্ত তিন ধরনের বয়স শ্রেনীবিভাগ করেছে ঃ

শিশু শ্রমিক ঃ যার বয়স ১৪ বছরের নীচে।

কিশোর ঃ যার বয়স ১৪ বছর থেকে ১৮ বছরের নীচে।

প্রাপ্ত বয়স্ক ঃ যার বয়স ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব।

অর্থ্যাৎ শিশু শ্রমিক বলতে আমরা বুঝি যাদের বয়স এখনো ১৪ বছর পূর্ণ হয়নি এবং যারা এখনো বিদ্যালয় যাওয়া শেষ করেনি।

কিন্তু এখানে উল্লেখ্য যে, এপিএস গ্রুপ শিশু শ্রমকে নিরুৎসাহিত করে।তাছাড়া শ্রমিক নিয়োগের পূর্বে রেজিস্টার্ড চিকিৎসক (মেডিকেল আফিসার) এর মাধ্যমে তাদের বয়স যাচাই সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ নিয়োগ প্রদান করে থাকেন। এছাড়াও প্রকৃত বয়স প্রমাণের জন্য জন্ম সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র ও শিক্ষাগত সনদ যাচাই করে দেখা হয়। তাই অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক নিয়োগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

সকল ওয়েলফেয়ার অফিসার / ব্যবস্থাপক(কমপ্লায়েন্স) / ব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ ও প্রশাসন) কারখানার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগনের মধ্যে শিশু শ্রমিক নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।

এপিএস গ্রুপ কিশোর শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনগত যে সমস্ত দিক-নিদের্শনা আছে যেমন কর্মঘন্টা, কাজের প্রকৃতি, ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করে থাকে।

১. এপিএস গ্রুপঃ কিশোর শ্রমিক নিয়োগ সমর্থন করে না। ইহার পরও যদি কোন কিশোর শ্রমিক নিয়োগ হয় তাহলে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর সকল শর্ত মানিয়া তাদের পরিচালনা করবে।
২. দৈনিক ৫ ঘন্টার অতিরিক্ত তাদের কাজ দেওয়া হবে না এবং সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টার অধিক নয়।
৩. কোন বিপজ্জনক বা কোন ঝুঁকিপূর্ন কাজে তাদের নিয়োগ করা যাবে না।
৪. তাদের স্কুলের ব্যবস্থা করতে হবে।
৫. তারা যদি কাজ করতে অক্ষম হয় তাহলে তাদের পিতা-মাতা কে চাকুরীর নিশ্চয়তা দেওয়া হবে।
৬. উক্ত শ্রমিকের সক্ষমতা প্রত্যায়ন পত্রের কপি রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক এর নিকট হইতে পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ্যে সংগ্রহ করা হবে।

এপিএস গ্রুপঃ শিশু শ্রমিককে কেন নিরুৎসাহিত করে তা মনে রাখা দরকার যে, শিশুদের মননশীলতা, ন্যূনতম মৌলিক মানবাধিকার ও নূন্যতম শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং তাদের মেধা বিকাশে সচেষ্ট হওয়া আইনগত ও সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আকস্মিক বাধ্যগত শ্রমিক নিয়োগ প্রতিরোধ/ উপসমের উপায়

এপিএস গ্রুপ কর্তৃপক্ষ শ্রমিক/কর্মচারী মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বিধায় শ্রমিক/কর্মচারীদের বাধ্য করে কাজ করানোর কোন কার্যক্রম পরিচালনা করে না। এ বিষয়ে আমাদের একটি নীতিমালা আছে ঃ

১. কোন শ্রমিক/কর্মচারীদের বাধ্য করে বা জোর পূর্বক নিয়োগ করা যাবেনা।

২. কোন শ্রমিক/কর্মচারীদের তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজে নিয়োগ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ।

৩. কোন শ্রমিক কর্মচারীর নিকট হতে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজের জন্য কোন লিখিত চুক্তিপত্র নেয়া হয়না।

৪. অত্র প্রতিষ্ঠানে বন্দি শ্রমিক নিয়োগ এবং কাজ করানো সম্পুর্ন নিষিদ্ধ।

৫. অত্র প্রতিষ্ঠানে মানবতাবিরোধী যে কোন কাজ সম্পূর্ন নিষিদ্ধ।

৬. জাতিগত, সামাজিক এবং জাতীয় বা ধর্মীয় বৈষম্যের উপায় হিসাবে যে কোন ধরনের বল প্রয়োগমূলক বা বাধ্যগত শ্রম নিষিদ্ধ।

৭. ভয় ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে কাজ আদায় করা সম্পূর্ন নিষেধ।

৮. অত্র প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্নভাবে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ইং অনুসারে দায়দায়ীত্বের অংশ হিসাবে কাজ করানো

৯. অত্র প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক/কর্মচারীগন ইচ্ছা করিলে নিয়মানুসারে চাকুরী হইতে অব্যহতি নিতে পারেন।

১০. অত্র প্রতিষ্ঠানে কাজে যোগদানের সময় কোন ধরনের অর্থ জামানত রাখা হয়না।

১১. অত্র প্রতিষ্ঠানে কাজে যোগদানের সময় কোন ধরনের **Original Documents** যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, অভিজ্ঞতার সনদ, জন্ম নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র জামানত রাখা হয়না।

১২. কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে যে ওভারটাইম সম্পূর্ন স্বেচ্ছাধীন, বাধ্যতামুলক নয়।

১৩. অত্র ফ্যাক্টরীতে কোন শ্রমিকের বেতন স্থগিত করা হয় না।

১৪. অত্র ফ্যাক্টরীতে কোন শ্রমিকের বেতন হইতে নিয়োগ অথবা প্রশিক্ষনের জন্য ফি বাবদ কোন অর্থ কর্তন করা হয়না।

১৫. কোন শ্রমিক/কর্মচারীকে তার নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করে বাড়ী যেতে চাইলে বাধা দেয়া হয় না।

১৬. কোন শ্রমিককে তার চলাচলের স্বাধীনতার উপর কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ তথা হয়রানী করা হয় না। পানি পান, খাবার সময়, খাবারের জায়গায়, টয়লেট ব্যবহার, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা গ্রহনের ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারবে না।

১৭. অসুস্থ্য কোন শ্রমিক/কর্মচারীকে দিয়ে কাজ করানো যাবেনা।

১৮.

প্রস্তুতকারীর নাম ও স্বাক্ষর	চেক প্রদানকারীর নাম ও স্বাক্ষর	অনুমোদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর
মোঃ মনজুরুল হক **সহঃম্যানেজার (এইচ আর এবং কমপ্লায়েন্স)**	**মেজর এইচএম ফরহাদ (অবঃ)** **জিএম(এডমিন, এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স)**	**মোঃ হাসিব উদ্দিন** **চেয়ারম্যান।**